উসূলুল ঈমান

(ইসলামের মৌলিক আকিদা ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি)

খণ্ড–৪

আখিরাত ও তাকদিরের ওপর ঈমান

ড. আহমদ আলী

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

আখিরাতের ওপর ঈমান

আখিরাত শব্দের অর্থ ২০

আখিরাতের ওপর ঈমানের গুরুত্ব ২১

বৈপ্লবিক বিশ্বাস ২২

মৃত্যু ও আখিরাতের চিন্তা ২৪

আখিরাতের ওপর ঈমান আনার মর্ম ২৬

ক. মৃত্যুপরবর্তী সংঘটিতব্য অবস্থাসমূহের ওপর ঈমান ২৭

মৃত্যুর সময় ফেরেশতাদের উপস্থিতি ও রূহ কবয ২৭

কবর: আখিরাতের প্রথম মানযিল ৩২

কবরের সওয়াল-জওয়াব ৩৩

কবরের আযাব ও নিয়ামত ৩৬

মৃত্যুর পর রূহগুলো কোথায় এবং কীভাবে থাকে? ৩৯

কবরের আযাব ও শান্তি কি আত্মিক নাকি দৈহিক? ৪২

খ. কিয়ামত ও কিয়ামতের আলামতসমূহের ওপর ঈমান ৪৬

কিয়ামত শব্দের মর্ম ৪৬

কিয়ামত কবে হবে? ৪৭

মুসলিম উম্মাহর মেয়াদকাল, পৃথিবীর বয়স ও কিয়ামতের সম্ভাব্য দিনক্ষণ (!) ৪৮

কিয়ামতের নিদর্শনাবলি ৬৫

ছোট নিদর্শনাবলি ৬৬

১. প্রকাশিত নিদর্শনাবলি ৬৬

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আবির্ভাব ও ইন্তেকাল ৬৬

চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া ৬৭

বাইতুল মাকদিসের বিজয় ৬৭

হিজায থেকে আগুন বের হওয়া ৬৭

‘আমওয়াসের মহামারি ৬৮

২. চলমান নিদর্শনাবলি ৬৯

ধর্মীয় ও নৈতিক অবক্ষয় জাতীয় নিদর্শনাবলি ৬৯
বৈষয়িক উন্নতি বিষয়ক নিদর্শনাবলি ৭০
প্রাকৃতিক দুর্যোগবিষয়ক নিদর্শনাবলি ৭০
শান্তি-শৃঙ্খলার ব্যাপক বিপর্যয় বিষয়ক নিদর্শনাবলি ৭০
৩. অপ্রকাশিত নিদর্শনাবলি ৭১
ইমাম মাহদীর আবির্ভাব ৭১
ইমাম মাহদী কবে আগমন করতে পারেন? ৭৩
ইমাম মাহদী কোথায় থেকে বের হবেন? ৭৬
বড়ো নিদর্শনাবলি ৮১
ধূম্র ৮২
দাজ্জালের আবির্ভাব ৮২
দাজ্জাল কি আগে থেকেই জীবিত এবং বর্তমানে কোথায় আছে? ৮৭
দাব্বাতুল আর্‌দ [জমিনের (অদ্ভুত) জন্তু] ৯০
পশ্চিম গগন থেকে সূর্যোদয় ৯২
ঈসা (আ.)-এর অবতরণ ৯৩
ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব ৯৬
৩টি প্রকাণ্ড ভূমিধস ৯৯
ইয়ামন থেকে উত্থিত অগ্নি ১০০
মুমিনের কর্তব্য ১০১
শিঙায় প্রথম ফুৎকার ও মহাপ্রলয় ১০২
গ. পুনরুত্থানের ওপর ঈমান ১০৪
শিঙায় দ্বিতীয় ফুৎকার ও পুনরুত্থান ১০৪
পুনরুত্থান-সংক্রান্ত ভ্রান্তি ও জবাব ১০৬
বুদ্ধিবৃত্তিক দলীল ১০৭
চাক্ষুষ ঘটনাবলি ১১০
বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পুনরুত্থানের সম্ভাব্যতা ১১২
ঘ. হাশরের ওপর ঈমান ১১৫
কাদেরকে জমায়েত করা হবে? ১১৬
হাশরের ময়দানের প্রকৃতি ১১৮
হাশরের ময়দানে কোন অবস্থায় জমায়েত হবে? ১১৯
হাশরের বিভীষিকা ও মুত্তাকীদের অবস্থা ১২১
হাউজ ১২৪

হাউজ থেকে বিতাড়িত লোকগণ ১২৫

ঙ. বিচার ও হিসাবের ওপর ঈমান ১২৬

বিচার ১২৬

হিসাব ও মীযান ১২৮

আমলনামা ১২৮

মীযান ও ওজন ১৩১

জিজ্ঞাসাবাদের বিষয় ১৩৩

সহজ ও কঠিন হিসাব ১৩৬

কাফিরদের আমলনামা ও তাদের হিসাব ১৩৭

সিরাত ১৩৯

শাফা'আত ১৪১

চ. প্রতিফল জান্নাত ও জাহান্নামের ওপর ঈমান ১৫৬

জান্নাতের বিবরণ ১৫৬

জান্নাতের পরিচয় ১৫৬

জান্নাতের নামসমূহ ১৫৮

জান্নাতের গেট বা তোরণসমূহ ১৬১

জান্নাতের নানা স্তর ১৬৪

জান্নাতের অধিবাসীগণ ও মর্যাদাগত তারতম্য ১৬৭

জান্নাতবাসীদের দেহাবয়ব, সৌন্দর্য ও বয়স ১৭১

জান্নাতের প্রাসাদ ও কক্ষসমূহ ১৭৩

জান্নাতের তাঁবু ১৭৫

জান্নাতবাসীদের খাবার-দাবার ১৭৬

জান্নাতীদের পোশাক ও অলংকারাদি ১৭৯

জান্নাতীদের আসন ও বিছানাপত্র ১৮০

জান্নাতের বাজার ১৮১

জান্নাতের নহরসমূহ ১৮২

জান্নাতের হুর ১৮৪

জান্নাতের সুখ-শান্তি হবে স্থায়ী ও নিরবচ্ছিন্ন ১৮৫

জান্নাতীদের সবচেয়ে বড়ো অর্জন ও আনন্দ ১৮৭

জান্নাতবাসীরা পৃথিবীর অবিশ্বাসী সাথীদের অবস্থা দেখতে পাবে ১৮৯

জাহান্নামের বিবরণ ১৯০

জাহান্নামের পরিচয় ১৯০

জাহান্নামের অধিবাসীদের বিবরণ ১৯১

জাহান্নামীদের পরস্পর দোষারোপ ১৯২
অনুসারীদের থেকে শয়তানের দায়মুক্তির চেষ্টা ১৯৩
জাহান্নামবাসীদের আফসোস ও অনুতাপ ১৯৪
জাহান্নামবাসীদের দেহাবয়ব ১৯৬
জাহান্নামের শাস্তি হবে চিরস্থায়ী ১৯৭
জাহান্নামের আগুনের প্রখরতা ১৯৮
জাহান্নামের শিকল ও আলকাতরা ২০১
জাহান্নামের যাক্কুম বৃক্ষ ২০১
গলিত পুঁজ হবে জাহান্নামীদের খাদ্য ২০২
সৎকাজে আদেশ করে ও অন্যায় থেকে নিষেধ করে অথচ নিজে তা মেনে চলে না–এমন ব্যক্তির শাস্তি ২০৩
জাহান্নামে সবচেয়ে নিম্নমানের শাস্তির ধরন ২০৪
জাহান্নামে শাস্তির বিভিন্ন স্তর ২০৪
জাহান্নামে সর্বপ্রথম নিক্ষিপ্ত ব্যক্তি ২০৫
নারীরা অধিক হারে জাহান্নামে যাবে ২০৫
আ'রাফ ও এর অধিবাসীগণ ২০৭
আখিরাতে মুমিনদের আল্লাহর দর্শন লাভবিষয়ক বিতর্ক ২০৯
আখিরাতবিষয়ক ভ্রান্তি ২১৫
জন্মান্তরবাদ ২১৫
শাফা'আত-বিষয়ক বিভ্রান্তি ২২১
রাসূলুল্লাহ (সা.) বা অপর কারও নিকট শাফা'আতের জন্য প্রার্থনা করা ২২৮
আখিরাতের ওপর ঈমানের সুফল ২৩০
ঈমানের সাথে ইয়াকীনও প্রয়োজন ২৩৩

কদরের ওপর ঈমান

পরিচয় ২৩৮
প্রকারভেদ ২৪২
কদরে বিশ্বাসের পরিধি ২৪৫
আল্লাহর অনাদি ও সর্বব্যাপী ইলমের ওপর ঈমান ২৪৫
আল্লাহর লিখনের ওপর ঈমান ২৪৬
আল্লাহর ইচ্ছার ওপর ঈমান ২৪৮
আল্লাহর ইচ্ছা বনাম পছন্দ ২৪৯

আল্লাহর সৃষ্টির ওপর ঈমান ২৫০
মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্মফলে বিশ্বাস ২৫১

শরিয়াত ও কদর পরস্পরবিরোধী নয় ২৫৫
কদরের দোহাই দিয়ে কর্ম বর্জন প্রসঙ্গ ২৫৫

কদরবিষয়ক ভ্রান্ত দলসমূহ ২৫৯
কদরিয়্যাহ ২৬০
জাবরিয়্যাহ ২৬২

আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকা ২৬৪
আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্ট হতে না পারা ২৬৪
বিপদ-আপদ ও রোগ-শোক প্রভৃতির জন্য আল্লাহকে দোষারোপ করা ২৬৫
যুগকে গালি দেওয়া ২৬৬

আল্লাহর প্রতি মন্দ বিষয়গুলোর সম্পর্কারোপ ২৬৮

কদরের পরিবর্তন প্রসঙ্গ ২৭০

কদরের ওপর ঈমানের সুফল ২৭৩

আখিরাত শব্দের অর্থ

'আখিরাত' (الآخرة) একটি গুণবাচক শব্দ। এর মূল অর্থ শেষ, অন্তিম, চূড়ান্ত। কুরআনে 'আখিরাত' শব্দটি কখনো একটি বিশেষ্য 'الدار'-সহ ব্যবহৃত হয়েছে।[১] এ অবস্থায় এর অর্থ শেষ জগৎ, পরলোক, পরকাল। কিন্তু বহুস্থানে বিশেষ্য ব্যতীত কেবল 'আখিরাত' শব্দটি শেষ জগৎ বা পরলোক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।[২] এটি 'দুনিয়া'-এর বিপরীত। আরবীতে 'দুনিয়া'-এর মূল অর্থ নিকটবর্তী। যেহেতু এ জগৎ বর্তমানে মানুষের জন্য পরকালের তুলনায় নিকটবর্তী ও অগ্রে আসন্ন, তাই একে 'দুনিয়া' বলা হয়। এ কারণে দুনিয়াকে العاجلة (দ্রুত আসন্ন)[৩] নামেও আখ্যায়িত করা হয়। এর বিপরীতে পরকাল যেহেতু এ দুনিয়ার পরে ও বিলম্বে আসন্ন, তাকে তাকে 'আখিরাত' বলা হয়।[৪] এ কারণে পরকালকে الأجلة (নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে আসন্ন) নামেও আখ্যায়িত করা হয়। পবিত্র কুরআনে আখিরাতকে 'দারুল কারার' (স্থায়ী জগৎ), 'দারুল হায়াওয়ান' (অবিনশ্বর জগৎ) ও 'উকবা' (শেষ জগৎ) নামেও আখ্যায়িত করা হয়েছে।

---

[১] দ্র আল-কুরআন, ২ (সূরা আল-বাকারাহ) : ৯৪।

[২] দ্র আল-কুরআন, দ্র. ২:৪, ৮৬; ৪:৭৪; ৬:৯২, ১১৩, ১৫০; ৭:৪৫...

[৩] দ্র আল-কুরআন, ১৭ (সূরা আল-ইসরা') : ১৮; ৭৫ (সূরা আল-কিয়ামাহ) : ২০; ৭৬ (সূরা আল-ইনসান) : ২৭।

[৪] বাগাভী, *মা'আলিমুত তানযীল*, খ. ১, পৃ. ৬৩।

আখিরাতের ওপর ঈমানের গুরুত্ব

পবিত্র কুরআনে নানা জায়গায় আখিরাতের ওপর ঈমানকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে এবং যেখানেই ঈমানের কথা এসেছে, সেখানে প্রায়ই আখিরাতের প্রতি ঈমানের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ-

"যারা আল্লাহ তাআলা ও আখিরাতের ওপর ঈমান এবং সৎকর্ম করে, তাদের জন্য কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।"[৫]

এ আয়াতে লক্ষণীয় বিষয় হলো, এখানে ঈমানের বিষয়সমূহের মধ্যে কেবল দুটি ঈমানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এক. আল্লাহ তাআলার ওপর ঈমান ও দুই. আখিরাতের ওপর ঈমান। এ ধরনের আরও বহু আয়াত রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ তাআলার ওপর ঈমান (অল্পসংখ্যক নাস্তিক ব্যতীত) প্রায় সকল মানুষের মধ্যেই রয়েছে, যা মানুষের স্বভাবগত চেতনার দাবিও; তবে আল্লাহর ওপর এ ঈমান আখিরাতের ওপর ঈমান ব্যতীত অর্থহীন হয়ে যায়। আল্লাহর ওপর এ অর্থহীন ঈমান ইসলামের আগেও অনেক মানুষের মধ্যে ছিল এবং এখনও রয়েছে। মক্কার কাফিররা ঈমানের অনেক বিষয় বিকৃতভাবে বিশ্বাস করলেও তাদের মধ্যে অনেকেই পুনরুত্থান ও পুনরুত্থান-পরবর্তী জীবনে বিশ্বাস করত না, আবার কেউ কেউ অস্পষ্টভাবে কিছু ধারণা পোষণ করত। পবিত্র কুরআনের নানা স্থানে একদিকে কাফিরদের এতৎসংক্রান্ত বিভ্রান্তি ও যুক্তিতর্কগুলো খণ্ডন করা হয়েছে এবং এগুলোর অসারতা তুলে ধরা হয়েছে, অপরদিকে আখিরাতের প্রতি ঈমানের আবশ্যকতা, যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব বারংবার আলোচনা করা হয়েছে।

বস্তুত যে কেউ মহাগ্রন্থ আল-কুরআন পড়লে সে সহজেই এ কথা উপলব্ধি করেত পারে যে, পবিত্র কুরআনে দুটি বিষয়কে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হলো: 'তাওহীদুল ইবাদত' অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ তাআলার ইবাদত করা এবং অপরটি হলো 'আখিরাতের প্রতি ঈমান'। পবিত্র কুরআনের প্রত্যেকটি সূরায় তো বটে, এমনকি প্রায় প্রত্যেকটি পৃষ্ঠায় কোনো না কোনোভাবে আখিরাতের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

বৈপ্লবিক বিশ্বাস

ইসলামের আকীদা-বিশ্বাসগুলোর মধ্যে আখিরাতের প্রতি ঈমান একটি বৈপ্লবিক বিশ্বাস, যা মানবজীবনের গতিপথ পালটে দিতে পারে। এ বিশ্বাসে বলীয়ান হয়েই মুমিনগণ ইসলামের প্রাথমিক কালে প্রথমে নৈতিকতা ও কর্মে এবং পরবর্তীতে ব্যক্তিগত, সামাজিক, এমনকি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পর্যন্ত দুনিয়ার অন্যান্য সকল জাতির মোকাবিলায় একটি অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আসনে উত্তীর্ণ হতে সমর্থ হয়েছিলেন।

---

[৫] আল-কুরআন, ৫ (সূরা আল-বাকারাহ) : ৬৯।

উপরন্তু, তাওহীদ ও রিসালতের মতো এ আকীদাও সমস্ত নবী-রাসূলের শিক্ষা ও সর্বপ্রকার ধর্মবিশ্বাসের মধ্যেই সর্বসম্মত ধর্মবিশ্বাসরূপে চলে আসছে। যেসব লোক জীবন ও এর ভোগবিলাসকেই জীবনের চরম লক্ষ্য বলে গণ্য করে, জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে যে তিক্ত পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, সেই তিক্ততাকেই সর্বাপেক্ষা কষ্ট বলে মনে করে, আখিরাতের জীবন, সেখানকার হিসাব-নিকাশ, শাস্তি ও পুরস্কার সম্পর্কে যাদের বিশ্বাস নেই, তারা যখন সত্য-মিথ্যা কিংবা হালাল-হারামের মধ্যে পার্থক্য করাকে তাদের জীবনের সহজ-স্বাচ্ছন্দ্যের পথে বাধারূপে দেখতে পায়, তখন সামান্য একটু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিনিময়ে সকল মূল্যবোধকে বিসর্জন দিতে সামান্যতম কুণ্ঠাবোধও করে না।

এমতাবস্থায় এ সকল লোককে যেকোনো দুষ্কর্ম থেকে বিরত রাখার মতো আর কোনো কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। যা কিছু অন্যায়, অসুন্দর বা সামাজিক জীবনের শান্তি-শৃঙ্খলার পক্ষে ক্ষতিকর, সেসব অনাচার কার্যকরভাবে উৎখাত করার কোনো শক্তি আইনেরও নেই—এ কথা পরীক্ষিত সত্য। আইন প্রয়োগের মাধ্যমে কোনো দুরাচারের চরিত্রশুদ্ধি ঘটানোও সম্ভব হয় না। অপরাধ যাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়, আইনের শাস্তি সাধারণত তাদের ধাত-সওয়া হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত আর তাদের মধ্যে শাস্তিকে ভয় করার মতো অনুভূতিও থাকে না। অপরপক্ষে যারা আইনের শাস্তিকে ভয় করে, তাদের সে ভয়ের আওতাও শুধু ততটুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকে, যতটুকুতে ধরা পড়ার ভয় বিদ্যমান। কিন্তু গোপনে লোকচক্ষুর অন্তরালে যেখানে ধরা পড়ার সম্ভাবনা থাকে না, সেরূপ পরিবেশে এ সমস্ত লোকের পক্ষেও যেকোনো গর্হিত কাজে লিপ্ত হওয়ার পথে কোনো বাধাই থাকে না।

পক্ষান্তরে আখিরাতের প্রতি ঈমানই এমন এক কার্যকর নিয়ন্ত্রণবিধি, যা মানুষকে প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সর্বত্রই যেকোনো গর্হিত আচরণ থেকে অত্যন্ত কার্যকরভাবে বিরত রাখে। তার অন্তরে এমন এক প্রত্যয়ের অম্লান শিখা অবিরাম সমুজ্জ্বল করে দেয় যে, আমি প্রকাশ্যেই থাকি আর গভীর নির্জনেই থাকি, রাজপথে থাকি কিংবা কোনো বদ্ধঘরে লুকিয়েই থাকি, মুখে বা ভাবভঙ্গিতে প্রকাশ করি আর নাই করি, আমার সকল আচরণ, আমার সকল অভিব্যক্তি, এমনকি অন্তরে লুক্কায়িত প্রতিটি আকাঙ্ক্ষা পর্যন্ত সর্বদ্রষ্টা এক মহান সত্তার সামনেই রয়েছে। তাঁর সদা জাগ্রত দৃষ্টির সামনে কোনো কিছুই আড়াল করার সাধ্য আমার নেই। আমার সত্তার সাথে মিশে রয়েছে এমন সব প্রহরী, যারা আমার প্রতিটি আচরণ ও অভিব্যক্তি প্রতি মুহূর্তেই লিপিবদ্ধ করছেন। উপরিউক্ত বিশ্বাসের মাধ্যমেই ইসলামের প্রাথমিক যুগে এমন মহত্তম চরিত্রের অগণিত লোক সৃষ্টি হয়েছিল, যাদের চালচলন ও আচরণ দেখেই মানুষ ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে পড়ত।

অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার হলো, বর্তমান মুসলিম সমাজের মধ্যে কেউ কেউ, বিশেষ করে যুবকশ্রেণির মধ্যে অনেকেই বস্তুবাদী নাস্তিক সম্প্রদায়ের নানা অপযুক্তির প্রভাবে আখিরাতের ব্যাপারে নিরন্তর সংশয়ে পতিত হচ্ছে। তাদের অবস্থা অনেকটা এমন যে, বিশ্বাস করি, আবার বিশ্বাস করি না। আবার তাদের কেউ কেউ আখিরাত বিশ্বাস করেন বটে; তবে তাদের সেই ধারণায় কুরআন ও হাদীসের চেয়ে অন্যান্য ধর্মদর্শনের চিন্তার প্রভাব প্রকটরূপে প্রতীয়মান হয়। তাদের অবস্থা অনেকটা এমন যে, আমরা এ দুনিয়ায় যা করি না কেন—তাতে আখিরাতে মুক্তির ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হবে না।[৬] আখিরাত সম্পর্কে তাদের সঠিক জ্ঞান না থাকাটাই এ সংশয় কিংবা বিকৃত ধারণা পোষণের পেছনে বড়ো ভূমিকা পালন করে।

---

[৬] যেমন ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানরা মনে করে, তারা আল্লাহ তা'আলার অত্যন্ত প্রিয়ভাজন এবং তিনি তাদের ওপর সন্তুষ্ট। এ কারণে তিনি তাদের সকল পাপ মোচন করে দেবেন এবং তাদেরকে কোনোরূপ আযাব দেবেন না।

এর ফলে নাস্তিক সম্প্রদায় নানা অপযুক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে এবং স্বার্থান্বেষী ধর্মীয় মহল নানা জাল বর্ণনা ও উদ্ভট কিচ্ছাকাহিনির মাধ্যমে সাধারণ মুসলিমদেরকে বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয়। অথচ আখিরাত কেবল একটি ধারণাই নয়; বরং এর সম্যক বাস্তবতার পেছনে বিশুদ্ধ বর্ণনাভিত্তিক অগণিত প্রমাণ ও অসংখ্য যৌক্তিক ব্যাখ্যা রয়েছে। আমরা যথাস্থানে এসব বিষয়ে যথার্থ ধারণা প্রদানে চেষ্টা করব, ইনশাআল্লাহ।

মৃত্যু ও আখিরাতের চিন্তা

আমরা বর্তমান মুসলিম সমাজে যতটুকু উপলব্ধি করি, একজন মুমিনের বড়ো ধরনের বিচ্যুতির অন্যতম পথ হলো—আখিরাত সম্পর্কে অসচেতনতা। একজন মুমিনও অনেক সময় পার্থিব বিষয়াদির প্রতি অতি মনোযোগ, চিন্তা ও ব্যস্ততার কারণে আখিরাত সম্পর্কে অসচেতন হয়ে পড়ে বা আখিরাতের জীবনকে অবজ্ঞা করতে থাকে। এ কারণে সে এমন অনেক গর্হিত ও অনৈতিক কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে, যেগুলো তার দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।

এ ভয়ংকরতম বিচ্যুতি থেকে বেঁচে থাকার একমাত্র পথ হলো—সর্বক্ষণ মৃত্যু ও আখিরাতের কথা স্মরণ রাখা, চিন্তা করা। কারণ, একজন মুমিন এ কথা বিশ্বাস করে যে, এ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ায় সে যা কিছু করে, তা এখানেই শেষ হয়ে যায় না; বরং এ দুনিয়ার পর আরও একটি জগৎ রয়েছে, যা স্থায়ী এবং যেখানে তাকে তার প্রত্যেকটি কাজের জন্য হিসাব দিতে হবে এবং এর জন্য তাকে ভালো কি মন্দ ফল ভোগ করতে হবে। এ বিশ্বাস যত সুদৃঢ় হবে এবং এ চিন্তা বেশি সময় ধরে স্থায়ী হবে, ততোই তার অনুভব-মনন, কথা, কর্ম ও আচার-আচরণের মধ্যে এ বিশ্বাস ও চিন্তার প্রভাব পরিলক্ষিত হবে।

কোনো মুমিনের অন্তরে যখন এ বিশ্বাস প্রগাঢ় হয়, তখন সে এ দুনিয়ায় যা কিছু করে, তা বস্তুতপক্ষে এ দুনিয়ার সাফল্য লাভের জন্য করে না; বরং আখিরাতের জন্য করে এবং দুনিয়ার ফলাফলের দিকে তার লক্ষ থাকে না; বরং তার লক্ষ থাকে আখিরাতের ফলাফলের প্রতি। যেসব কাজ আখিরাতে লাভজনক সেসব সে করে এবং যে কাজের ফলে আখিরাতে কোনো লাভ হবে না বা ক্ষতি হবে, সেগুলো সে বর্জন করে চলে। তার অন্তরজুড়ে বিরাজ করে একমাত্র আখিরাতের সাফল্য ও ব্যর্থতা এবং শাস্তি ও পুরস্কারের চিন্তা। এর মোকাবিলায় দুনিয়ার কোনো শাস্তি ও পুরস্কারের গুরুত্ব তার কাছে থাকে না। এ কারণে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে নানাভাবে বেশি বেশি মৃত্যুর কথা স্মরণ ও আখিরাতে সাফল্য লাভের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন—

أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ يَعْنِي الْمَوْتَ-

"পার্থিব সুখ-সম্ভোগের প্রতি মোহভঙ্গকারী মৃত্যুর কথা বেশি বেশি স্মরণ করো।"[৭]

অন্য একটি হাদীসে তিনি বলেন—

إِنَّ أَكْيَسَ النَّاسِ أَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا، وَأَحْسَنُهُمْ لِلْمَوْتِ اسْتِعْدَادًا-

"সবচেয়ে বড়ো বুদ্ধিমান লোক হলো, যে ব্যক্তি সকলের চাইতে বেশি মৃত্যুর কথা স্মরণ করে এবং মৃত্যুর জন্য সর্বোত্তম প্রস্তুতি গ্রহণ করে।"[৮]

---

[৭] তিরমিযী, *আস-সুনান*, (কিতাব : আয-যুহ্‌দ), হা. নং : ২৩০৭; ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, (কিতাব : আয-যুহদ), হা. নং : ৪২৫৮।

আখিরাতের ওপর ঈমানের মর্ম

'আখিরাত' একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। আকীদা-বিশ্বাসের বিভিন্ন উপাদানের সমষ্টির ভিত্তিতে এ আখিরাতের ভাবধারা গড়ে উঠেছে। বিশ্বাসের নিম্নোক্ত অনুষঙ্গগুলো এর অন্তর্ভুক্ত।

ক. এ দুনিয়ায় মানুষ কোনো দায়িত্বহীন জীব নয়; বরং নিজের সমস্ত কার্যকলাপের জন্য তাকে আল্লাহ তাআলার নিকট জবাবদিহি করতে হবে এবং সে এসব কার্যকলাপের জন্য হয়তো নিয়ামত লাভ করবে অথবা তাকে শাস্তি পেতে হবে।

খ. মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার পরে তার রূহ তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং তাকে তার রব্ব, দ্বীন ও নবী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। নেককার মুমিন ব্যক্তিগণ এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হবেন এবং সেখানে তারা বিভিন্ন নিয়ামত ভোগ করবেন। পক্ষান্তরে কাফির ও বদকাররা এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না এবং সেখানে তারা নানা ধরনের শাস্তি ভোগ করবে।

গ. দুনিয়ার বর্তমান অবস্থা স্থায়ী ও চিরন্তন নয়। একসময় এর মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে এবং এর সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। সে সময়টা একমাত্র আল্লাহ তাআলাই জানেন। তবে এর আগে ছোটো-বড়ো বহু নিদর্শন প্রকাশ পাবে।

ঘ. এ দুনিয়া ধ্বংস হবার পর আল্লাহ তাআলা আর একটি জগৎ প্রস্তুত করবেন। সৃষ্টির আদি থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে যত মানুষের জন্ম হয়েছে, সবাইকে সেখানে একই সাথে পুনঃবার সৃষ্টি করবেন। সবাইকে একত্র করে তাদের কর্মকাণ্ডের হিসাব নেবেন। সবাইকে তার কাজের পূর্ণ প্রতিদান দেবেন।

ঙ. আল্লাহ তাআলার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে সৎলোকেরা জান্নাতে স্থান পাবে এবং অসৎলোকদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

চ. পার্থিব জীবনের আর্থিক সমৃদ্ধি ও অসমৃদ্ধি সাফল্য ও ব্যর্থতার আসল মানদণ্ড নয়; বরং আল্লাহর শেষ বিচারে যে ব্যক্তি উতরে যাবে, সে-ই হচ্ছে প্রকৃত সফলকাম এবং যে ব্যক্তি উতরে যাবে না, সে ব্যর্থ।[৯]

মোটকথা, আখিরাতের ওপর ঈমানের মধ্যে মৃত্যু ও মৃত্যুপরবর্তী যাবতীয় বিষয় অন্তর্ভুক্ত। ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ (রাহ.) বলেন—

---

[৮] হাইসামী, *বুগইয়াতুল বাহিস..*, বাব : যিকরুল মাওত, হা. নং : ১১১৬-৭;
তাবারানী (রাহ.)-ও অন্য একটি সূত্রে সামান্য শব্দগত পরিবর্তন হাদীসটি তাঁর মু'জামসমূহে উলে-খ করেছেন। (দ্র. *আল-মুজামুস সাগীর*, হা. নং : ১০০৮, *আল-মু'জামুল আওসাত*, হা. নং : ২১০৩; *আল-মু'জামুল কাবীর*, হা. নং : ১৩৬৩৬)

[৯] মাওদূদী, *তাফহীমুল কুরআন*, খ, ১, পৃ. ৪৭-৮।

ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه و سلم مما يكون بعد الموت-

"মৃত্যুর পর যা কিছু সংঘটিত হবে বলে রাসূলুল্লাহ (সা.) জানিয়েছেন, তা সবই বিশ্বাস করা আখিরাতের ওপর ঈমানের শামিল।"[১০]

সুতরাং একজন মুমিনকে মৃত্য থেকে শুরু করে চূড়ান্ত পরিণতি—জান্নাত বা জাহান্নামের বসবাস পর্যন্ত সকল অবস্থা সম্পর্কে কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসে যে বিবরণ এসেছে—সবগুলোর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, যেহেতু আখিরাতের সকল বিষয় একান্তই গাইবি, তাই এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল (সা.) যা যা বলেছেন—তা বিনাবাক্যে মনেপ্রাণে গ্রহণ করে নেওয়াই ঈমানের একান্ত দাবি; নিজস্ব যুক্তি ও বুদ্ধি-বিবেচনা দিয়ে তা বুঝতে চেষ্টা করা সমীচীন নয়। যুগে যুগে অনেক লোকই এরূপ চেষ্টা করতে গিয়ে চরম বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হয়েছে। আমরা নিম্নে আখিরাতের ওপর ঈমানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো বিশদভাবে তুলে ধরছি।

ক. মৃত্যুপরবর্তী সংঘটিতব্য অবস্থাসমূহের ওপর ঈমান

মৃত্যুর সময় ফেরেশতাদের উপস্থিতি ও রূহ কবয

মৃত্যুর মাধ্যমে আখিরাতের জীবনের সূত্রপাত ঘটে। কুরআন ও হাদীস থেকে জানা যায় যে, মৃত্যুর সময় রহমত বা আযাবের ফেরেশতাগণ মানুষের কাছে উপস্থিত হয়ে থাকেন। যদি মৃত্যু-আসন্ন ব্যক্তিরা সত্যিকার মুমিন হয়, তবে রহমতের ফেরেশতাগণ তাদেরকে অভিনন্দন জানান এবং মালাকুল মাওত সহজে তাদের রূহ কবয করেন। আর যদি তারা কাফির বা ফাসিক হয়, তবে আযাবের ফেরেশতাগণ তাদেরকে তিরস্কার করেন এবং মালাকুল মাওত খুব কষ্ট দিয়ে তাদের রূহ কবয করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ-

"যারা বলে, আল্লাহ তাআলাই হলেন আমাদের রব্ব, অতঃপর তারা (এ ঈমানের ওপর) অবিচল থাকে, (মৃত্যুর সময় যখন) তাদের কাছে ফেরেশতারা নাযিল হবে এবং তাদের বলবে, (হে আল্লাহর প্রিয় বান্দাহরা) তোমরা ভয় পেয়ো না, চিন্তিত হয়ো না, (উপরন্তু) তোমাদের কাছে যে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছিল, (আজ) তোমরা তারই সুসংবাদ গ্রহণ করো (এবং আনন্দিত হও)।"[১১]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ ও সুদ্দী (রাহ.) প্রমুখ মুফাসসির বলেন, ফেরেশতাগণের এ অবতরণ ও সম্বোধন মৃত্যুর সময় হবে।[১২] অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন—

فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ - فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ-

"যদি সে লোকটি আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে তার জন্য রয়েছে শান্তি ও স্বস্তি (অথবা সুগন্ধি পুষ্পস্তবক) এবং নিয়ামতে ভরপুর জান্নাত।"[১৩]

---

[১০] ইবনু তাইমিয়াহ, *আল-'আকীদাতুল ওয়াসিতিয়্যাহ*, পৃ. ২০।

[১১] আল-কুরআন, ৪১ (সূরা হা-মীম আসসাজদা) : ৩০।

[১২] তাবারী, *জামি'উল বায়ান..*, খ. ২১, পৃ. ৪৬৬।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বিশিষ্ট মুফাসসির ইবনু কাছীর (রাহ.) বলেন, মৃত্যুর সময় ফেরেশতাগণ তাদেরকে এ সুসংবাদ দান করেন।[১৪] কোনো কোনো হাদীস থেকেও এ কথার সমর্থন পাওয়া যায়। সাইয়িদুনা বরা ইবনু আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন—

إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنْ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنْ الْآخِرَةِ نَزَلَ إِلَيْهِ مَلَائِكَةٌ مِنْ السَّمَاءِ بِيضُ الْوُجُوهِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمْ الشَّمْسُ مَعَهُمْ كَفَنٌ مِنْ أَكْفَانِ الْجَنَّةِ وَحَنُوطٌ مِنْ حَنُوطِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَجْلِسُوا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ -ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ عَلَيْهِ السَّلَام حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَيَقُولُ أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ اخْرُجِي إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ قَالَ فَتَخْرُجُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنْ فِي السِّقَاءِ...

"যখন মুমিন বান্দাহর দুনিয়া থেকে প্রস্থান ও আখিরাতে রওনার সময় উপস্থিত হয়, তখন আসমান থেকে এমন কতিপয় উজ্জ্বল চেহারাবিশিষ্ট ফেরেশতা তার কাছে অবতরণ করেন, যাদের চেহারা সূর্যের মতো প্রখর আলোক সমুজ্জ্বল। তাদের সাথে থাকে জান্নাতের কাফন, আরও থাকে জান্নাতের কর্পূর বা মেস্ক। তাঁরা এসে তার দৃষ্টির সীমার মধ্যে বসেন। এরপর মালাকুল মাওত এসে তার মাথার পাশে বসেন এবং তার রূহকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'হে পবিত্র রূহ! তুমি বের হও আল্লাহ তাআলার মাগফিরাত ও সন্তুষ্টির দিকে!' রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, এরপর তার দেহ থেকে রূহ এমন সহজভাবে বের হয়ে যায় যে, যেমন মশকের মুখ থেকে পানির বিন্দু প্রবাহিত হয়।"[১৫]

সাইয়িদুনা আবুল আলিয়াহ (রা.) বলেন—

لم يكن أحد من المقربين يفارق الدنيا حتى يؤتي بغصن من ريحان الجنة فيشمه ثم يقبض-

"আল্লাহ তাআলার সান্নিধ্যপ্রাপ্ত লোকদের মধ্যে কেউ দুনিয়া থেকে প্রস্থান করেন না, যে যাবৎ না তার কাছে জান্নাতের এক ডালি পুষ্প উপহার দেওয়া হয়, সে তার ঘ্রাণ নেয় এবং এরপর তার রূহ কবয করা হয়।"[১৬]

আল-হাসান আল-বাসরী (রাহ.) فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ-এর ব্যাখ্যায় বলেন, تخرج روحه في ريحانة. "তার রূহ একটি পুষ্পের মধ্যেই বের হবে।"[১৭]

কাফিরদের প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন—

---

[১৩] আল-কুরআন, ৫৬ (সূরা আল-ওয়াকি'আহ) : ৮৮-৯।

[১৪] ইবনু কাছীর, *তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম*, খ. ৭, পৃ. ৫৪৮।

[১৫] আহমদ, *আল-মুসনাদ*, হা. নং : ১৮৫৩৪; তাবারী, *তাহযীবুল আছার*, হা. নং : ১৭২; বিশিষ্ট মুহাদ্দিস শু'আইব আল-আরনাউত (রাহ.) বলেন, হাদীসটির সূত্র সহীহ।

[১৬] ইবনু আবী হাতিম, *আত-তাফসীর*, রি. নং : ১৮৮১০; তাবারী, *জামি'উল বায়ান..*, খ. ২৩, পৃ. ১৬০।

[১৭] তাবারী, *জামি'উল বায়ান..*, খ. ২৩, পৃ. ১৬০।

وَلَوْ تَرَى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ-

"(হে নবী,) আপনি যদি (সত্যিই) সেই করুণ অবস্থা দেখতে পেতেন, যখন ফেরেশতারা কাফিরদের রূহ বের করে, তখন তারা তাদের (কাফিরদের) চেহারা ও পশ্চাৎদেশে (ক্রমাগত) আঘাত করতে থাকে এবং বলতে থাকে, তোমরা আগুনের আযাব ভোগ করো!"[১৮]

অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَوْ تَرَى اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو اَيْدِيهِمْ اَخْرِجُوا اَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ اَيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ-

"যদি যালিমদের মৃত্যু-যন্ত্রণা (উপস্থিত) হবার সময় (তাদের অবস্থাটা) আপনি দেখতে পেতেন! যখন (মৃত্যুর) ফেরেশতারা তাদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলবে, তোমাদের প্রাণবায়ু বের করে দাও। তোমরা আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে যেসব অন্যায় কথা বলতে এবং তাঁর ব্যাপারে যে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করতে, তার জন্য আজ অত্যন্ত অবমাননাকর এক আযাব তোমাদেরকে দেওয়া হবে।"[১৯]

উপরিউক্ত আয়াতসমূহ থেকে জানা যায় যে, কাফিরদের মৃত্যুর সময় ফেরেশতারা তাদেরকে কঠোরভাবে ভর্ৎসনা করেন এবং তাদেরকে উপর্যুপরি আঘাত করতে থাকেন। বিশিষ্ট মুফাসসির ইবনু কাছীর (রাহ.) اَخْرِجُوا اَنْفُسَكُمُ-এর ব্যাখ্যায় বলেন—

وذلك أن الكافر إذا احتضر بشرته الملائكة بالعذاب والنَّكال، والأغلال والسلاسل، والجحيم والحميم، وغضب الرحمن الرحيم، فتتفرق روحه في جسده، وتعصى وتأبى الخروج، فتضربهم الملائكة حتى تخرج أرواحهم من أجسادهم-

"কাফিরদের যখন মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন ফেরেশতাগণ তাদেরকে আযাব, শাস্তি, বেড়ি, শৃঙ্খল, জ্বলন্ত আগুন, উত্তপ্ত পানি ও পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহ তাআলার ক্রোধ সম্পর্কে সংবাদ দেন। এরপর তাদের রূহ তাদের সারা দেহের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, অবাধ্য হয়ে পড়ে, বের হতে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে ফেরেশতাগণ তাদেরকে অনবরত পেটাতে থাকে, ফলে একপর্যায়ে তাদের দেহ থেকে রূহ বের হয়ে পড়ে।"[২০]

সাইয়িদুনা বরা' ইবনু আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত উপরিউক্ত হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন—

---

[১৮] আল-কুরআন, ৮ (সূরা আল-আনফাল) : ৫০।

এ আয়াতটি যদিও বদর যুদ্ধে নিহত কাফিরদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়; কিন্তু এর মর্ম প্রত্যেক কাফিরের জন্যই প্রযোজ্য। (ইবনু কাছীর, *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ৭৭)

[১৯] আল-কুরআন, ৬ (সূরা আল-আন'আম) : ৯৩।

[২০] ইবনু কাছীর, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, প" ৩০২।

وَاِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ اِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا وَاِقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ نَزَلَ اِلَيْهِ مِنَ السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ سُودُ الْوُجُوهِ مَعَهُمُ الْمُسُوحُ فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَيَقُولُ اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ اخْرُجِي اِلَى سَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَغَضَبٍ قَالَ فَتُفَرَّقُ فِي جَسَدِهِ فَيَنْتَزِعُهَا كَمَا يُنْتَزَعُ السَّفُّودُ مِنَ الصُّوفِ الْمَبْلُولِ..

"যখন কাফিরের দুনিয়া থেকে প্রস্থান ও আখিরাতে রওনার সময় উপস্থিত হয়, তখন আসমান থেকে এমন কতিপয় নিকষ কালো চেহারাবিশিষ্ট ফেরেশতাগণ তার কাছে অবতরণ করেন, যাদের সাথে থাকে মোটা পশমের চাদর। তাঁরা এসে তার দৃষ্টির সীমার মধ্যে বসেন। এরপর মালাকুল মাওত এসে তার মাথার পাশে বসেন এবং তার রূহকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'হে দুষ্ট রূহ! তুমি বের হও আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টি ও ক্রোধের দিকে!' রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, এরপর তার রূহ সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে, (যা কোনোক্রমেই বের হয়ে আসতে চাইবে না)। ফলে তিনি এমন কঠোরভাবে তা টেনে-হেঁচড়ে বের করেন, যেমন ভেজা পশম থেকে তপ্ত লৌহশলাকা বের করার সময় কিছু পশম বের হয়ে আসে।..."[২১]

ইবনু কাছীর (রাহ.) বলেন, এ সময়ই ফেরেশতাগণ তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ -"তোমরা জ্বলন্ত আগুনের আযাব ভোগ করো।"[২২]

কবর : আখিরাতের প্রথম মানযিল

সাধারণত 'কবর' বলতে আমরা সমাধিস্থল অর্থাৎ সেই গর্তকে বুঝে থাকি, যেখানে মানুষকে মৃত্যুর পর দাফন করা হয়। কিন্তু ইসলামে 'কবর' আরও ব্যাপক অর্থজ্ঞাপক। এতে 'কবর' বলতে মৃত্যু ও কিয়ামতের মধ্যবর্তী অবস্থাকেই বোঝানো হয়। এ অর্থে কোনো ব্যক্তিকে তার মৃত্যুর পর কোনো কারণে নির্দিষ্ট গর্তে দাফন করা না হলেও সে যেখানে এবং যে অবস্থায় থাকে সেটা তার 'কবর'রূপে গণ্য হবে। অর্থাৎ কবর বলতে সেই সংকীর্ণ গর্তকে নয়; বরং এক বিশাল জগৎকে বোঝানো হয়, যেখানে মানুষ তার মৃত্যুর পর থেকে পুনরুত্থান পর্যন্ত বাস করে, চাই তাকে জমিনে সমাহিত করা হোক বা ভস্মীভূত করা হোক অথবা সে কোনো হিংস্র প্রাণী কর্তৃক ভক্ষিত হোক। এ জগৎকে 'আলমে বর্যখ' নামেও অভিহিত করা হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন—

حَتَّى اِذَا جَاءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ- لَعَلِّي اَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ-

"(এমনকি এ অবস্থায়) যখন এদের কারও মৃত্যু এসে হাজির হয়, তখন সে বলবে, হে আমার রব্ব! আমাকে (পুনরায় পৃথিবীতে) ফেরত পাঠান, যাতে করে (সেখানে গিয়ে) এমন কিছু নেক আমল করে আসতে পারি, যা আমি (আগে) ছেড়ে এসেছি। (তখন বলা হবে,) না, তা আর কখনো হবার নয়। (মূলত) সেটা হচ্ছে এক (অসম্ভব) কথা, যা সে শুধু বলার জন্যই বলবে। এ (মৃত) ব্যক্তিদের সামনে একটি বর্যখ (তাদের আড়াল করে রাখবে) সেদিন পর্যন্ত, যেদিন তারা (কবর থেকে) পুনরুত্থিত হবে।"[২৩]

---

[২১] আহমদ, *আল-মুসনাদ,* হা. নং : ১৮৫৩৪; তাবারী, *তাহযীবুল আছার,* হা. নং : ১৭২; বিশিষ্ট মুহাদ্দিস শু'আইব আল-আরনাউত (রাহ.) বলেন, হাদীসটির সূত্র সহীহ।

[২২] ইবনু কাছীর, *প্রাগুক্ত,* খ. ৪, প" ৭৭।

[২৩] আল-কুরআন, ২৩ (সূরা আল-মু'মিনূন) : ৯৯-১০০।

আয়াতে উল্লিখিত 'বর্‌যখ' শব্দের অর্থ অন্তরায় ও আড়ালকারী বস্তু। দুই অবস্থা বা দুই বস্তুর মাঝখানে যে বস্তু আড়াল হয় তাকে 'বর্‌যখ' বলা হয়। এ কারণেই মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত কালকে 'বর্‌যখ' বলা হয়। কারণ, এ মধ্যবর্তী সময়টি ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের মাঝখানে সীমা-প্রাচীর।

প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুর মাধ্যমে মানুষের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে না; বরং মৃত্যু একটি প্রক্রিয়া, এর মাধ্যমে মানুষ জাগতিক হায়াতের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি লাভ করে চিরস্থায়ী অপার্থিব জগতে পা রাখে। এ চিরস্থায়ী অপার্থিব জগতের সূচনাক্ষেত্র হলো কবর। এখানে মানুষ পুনরায় এক বিশেষ ধরনের জীবন[২৪] লাভ করে। মূলত 'কবর' দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যকার একটি আড়াল, একটি সেতুবন্ধন, একটি রহস্যময় জীবন। যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে এবং কবরবাসী সকলেই নিজ নিজ কবর থেকে পূর্ণ দেহ নিয়ে পুনরায় উত্থিত হবে, তখন অপার্থিব জীবনের চূড়ান্ত ধাপের সূচনা হবে। এ কারণে হাদীসে কবরকে আখিরাতের উদ্দেশ্যে দীর্ঘ সফরের 'প্রথম মানযিল' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এখানেই বান্দাহকে তার চূড়ান্ত পরিণতি—জান্নাত কি জাহান্নাম— জানিয়ে দেওয়া হয় এবং প্রতি সকালে ও প্রতি বিকালে তাকে তা দেখানো হয়। যদি সে মুমিন হয়, তাহলে সে এখানে পরম শান্তি ও স্বস্তি লাভ করবে। পক্ষান্তরে সে যদি কাফির বা পাপিষ্ঠ হয়, তাহলেও সে এখানে তার কর্মের মাত্রা অনুসারে কিছুমাত্র ফলাফল ভোগ করবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন—

إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ -

"কবর হলো আখিরাতের মানযিলসমূহের মধ্যে প্রথম মানযিল। যদি কেউ এ মনযিলে পরিত্রাণ পায়, তাহলে পরবর্তী মানযিলসমূহ (-এর অতিক্রম তার জন্য) অধিকতর সহজ হবে। আর যদি কেউ এ মনযিলে পরিত্রাণ না পায়, তাহলে পরবর্তী মানযিলসমূহ (-এর অতিক্রম তার জন্য) অধিকতর কঠিন হবে।"[২৫]

কবরের সওয়াল-জওয়াব

কুরআন ও বিভিন্ন সহীহ হাদীস থেকে জানা যায় যে, মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার পরে তার রূহ তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং তাকে মুনকার ও নকীর নামক ফেরেশতাগণ তার রব্ব, দ্বীন ও নবী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। সে মুমিন হলে তাদের এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হবে, আর সে কাফির বা মুনাফিক হলে তাদের এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে ব্যর্থ হবে। ইমাম আবু হানীফা (রাহ.) বলেন—

وسؤال منكر ونكير حق كائن في القبر وإعادة الروح إلى الجسد في قبره حق -

"মুনকার ও নকীরের প্রশ্ন সত্য, যা কবরের মধ্যে সংঘটিত হবে; কবরের মধ্যে বান্দাহর রূহকে তার দেহে ফিরিয়ে দেওয়াও সত্য।"[২৬]

আল্লাহ তাআলা বলেন—

---

[২৪] একে 'হায়াতে বর্‌যখিয়্যাহ' বলা হয়। এ জীবন যেহেতু একান্তই গাইবের বিষয়, তাই এ হায়াতের প্রকৃতি সম্পর্কে কুরআন ও সহীহ হাদীসে যা এসেছে, এর বাইরে কিছু জানা সম্ভব নয় এবং কিছু বলাও উচিত নয়।

[২৫] তিরমিযী, *আস-সুনান*, হা. নং : ২৩০৮; আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, মুসনাদু 'উসমান (রা.), হা. নং : ৪৫৩; ইমাম তিরমিযী (রাহ.) বলেন, হাদীসটি 'হাসান গরিব'।

[২৬] আবু হানীফা, *আল-ফিকহুল আকবার*, পৃ. ৬৫।

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ اٰمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ-

"যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আল্লাহ তাআলা শাশ্বত বাণীতে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন ইহকালীন জীবনেও এবং পরজীবনেও। আর যারা যালিম আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বিভ্রান্তিতে রাখবেন। আল্লাহ (যখন) যা চান তা-ই করেন।"[২৭]

এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, দুনিয়ার মতো আখিরাতেও শাশ্বত বাণী তথা 'কালিমাতুত তাওহীদ'-এর ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকার প্রয়োজন রয়েছে। দুনিয়ার জীবনে এ বাণীতে বিশ্বাসীদেরকে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে শক্তি জোগানো হয়, ফলে সে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এ বাণীর ওপর কায়িম থাকে, যদিও এর মোকাবিলায় তাদেরকে অনেক কষ্ট ও বিপদাপদের সম্মুখীন হতে হয়। তাদেরকে আখিরাতেও এ বাণীর ওপর প্রতিষ্ঠিত রেখে সাহায্য করা হবে।

বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায় যে, এ আয়াতে 'আখিরাত' বলে কবরকে বোঝানো হয়েছে এবং 'শাশ্বত বাণীর ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখা' দ্বারা কবরে মুনকার- নকীর নামক ফেরেশতাগণের সওয়ালের সঠিক উত্তর দিতে পারাকে বোঝানো হয়েছে। সাইয়িদুনা বরা ইবনু আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, কবরে মুমিনকে প্রশ্ন করার (ভয়ংকর) মুহূর্তেও (সে আল্লাহর সমর্থনের বলে) এ কালিমার ওপর কায়েম থাকবে এবং) 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' সাক্ষ্য দেবে। এরপর তিনি এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন।[২৮] এ হাদীসের অন্য একটি সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বক্তব্য এভাবে এসেছে, তিনি বলেছেন—

« وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولاَنِ لَهُ : مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ : رَبِّيَ اللَّهُ. فَيَقُولاَنِ لَهُ : مَا دِينُكَ فَيَقُولُ : دِينِي الإِسْلاَمُ. فَيَقُولاَنِ لَهُ : مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِى بُعِثَ فِيكُمْ قَالَ فَيَقُولُ : هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَيَقُولاَنِ : وَمَا يُدْرِيكَ فَيَقُولُ : قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ ». زَادَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ : « فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا) ».

"মৃতব্যক্তিকে দাফনের অব্যবহিত পর তার কাছে দুজন ফেরেশতা উপস্থিত হন। তাঁরা তাকে বসিয়ে জিজ্ঞেস করেন, তোমার রব্ব কে? সে জবাব দেয়, আমার রব্ব আল্লাহ তাআলা। তাঁরা আবার জিজ্ঞেস করেন, তোমার দ্বীন কী? সে জবাব দেয়, আমার দ্বীন ইসলাম। তাঁরা আবার জিজ্ঞেস করেন, এ ব্যক্তিটি কে, যাকে তোমাদের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল? সে জবাব দেয়, তিনি আল্লাহর রাসূল (সা.)। এরপর তাঁরা জিজ্ঞেস করেন, তুমি কীভাবে এটা জানলে? সে জবাব দেয়, আমি আল্লাহ তাআলার কিতাব পড়েছি। আমি তাতে ঈমান এনেছি এবং সত্য বলে মেনে নিয়েছি। এ-ই হলো আল্লাহ তাআলার বাণী (يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا)-এর মর্ম।"[২৯]

সাইয়িদুনা আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন—

الْعَبْدُ اِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتُوُلِّيَ وَذَهَبَ اَصْحَابُهُ حَتَّى اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ اَتَاهُ مَلَكَانِ فَاَقْعَدَاهُ فَيَقُولاَنِ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ اَشْهَدُ

---

[২৭] আল-কুরআন, ১৪ (সূরা ইবরাহীম) : ২৭।

[২৮] বুখারী, *আস-সাহীহ,* অধ্যায় : তাফসীর, সূরা ইবরাহীম, হা. নং : ৪৪২২; মুসলিম, *আস-সাহীহ,* অধ্যায় : আল-জান্নাত .., হা. নং : ১৮/৭৩৯৮।

[২৯] আবু দাউদ, *আস-সুনান,* অধ্যায় : আসসুন্নাহ, পরিচ্ছেদ : আল-মাস'আলাতু ফিল কাবরি, হা. নং : ২৭/৪৭৫৫; হাদীসটি সাহীহ।

اَنَّهُ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ فَيُقَالُ انْظُرْ اِلٰى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ اَبْدَلَكَ اللّٰهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا وَاَمَّا الْكَافِرُ اَوِ الْمُنَافِقُ فَيَقُوْلُ لَا اَدْرِي كُنْتُ اَقُوْلُ مَا يَقُوْلُ النَّاسُ فَيُقَالُ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ ثُمَّ يُضْرَبُ بِمِطْرَقَةٍ مِنْ حَدِيْدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ اُذُنَيْهِ فَيَصِيْحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيْهِ اِلَّا الثَّقَلَيْنِ-

"বান্দাহকে যখন কবরে রাখা হয় এবং তার বন্ধুবান্ধব সেখান থেকে চলে আসে, এমনকি তাদের জুতার খটখট শব্দ সে তখনও শুনতে পায়, তখন তার কাছে দুজন ফেরেশতা আসেন এবং তাঁরা তাকে বসান। এরপর তাঁরা তাকে বলনে, এ ব্যক্তি মুহাম্মাদ (সা.) সম্পর্কে তুমি কী বলতে? সে তখন জবাব দেবে, তিনি আল্লাহর বান্দাহ ও তাঁর রাসূল। তখন তাকে বলা হবে, জাহান্নামে তোমার অবস্থানের জায়গাটি দেখে নাও, যা পরিবর্তন করে আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য জান্নাতে একটি স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছেন। (রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,) তখন সে দুটি স্থানই একই সময় দেখতে পাবে। পক্ষান্তরে কাফির কিংবা মুনাফিক ব্যক্তি (উক্ত প্রশ্নের জবাবে) বলবে, আমি জানি না, তবে অন্যরা যা বলত, আমিও তা-ই বলতাম। তখন তাকে বলা হবে, তুমি নিজে জানতেও না এবং কুরআনও তিলাওয়াত করতে না। এরপর তার দুই কানের মধ্যবর্তী স্থানে লোহার মুগুর দিয়ে এমন জোরে আঘাত করা হবে যে, সে বিকট শব্দে চিৎকার করতে থাকবে। মানুষ ও জিন ব্যতীত আশেপাশের সকলেই তার এ চিৎকার শুনতে পাবে।"[৩০]

কবরের সওয়াল-জওয়াব প্রসঙ্গে বিভিন্ন হাদীসগ্রন্থে আরও অসংখ্য সহীহ হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

কবরের আযাব ও নিয়ামত

কবরে মুমিনগণ অবস্থানকালে শান্তি ও নিয়ামত ভোগ করেন, পক্ষান্তরে কাফির ও পাপিষ্ঠরা বিভিন্ন ধরনের শাস্তি ভোগ করতে থাকে। এ কথা সত্য। এ ব্যাপারে কারও সন্দেহ করার কোনো অবকাশ নেই। ইমাম আবু হানীফা (রাহ.) বলেন—

وضغطة القبر وعذابه حق كائن للكفار كلهم ولبعض عصاة المؤمنين-

"কবরের চাপ সত্য এবং এর আযাব সত্য। সকল কাফির ও কোনো কোনো পাপী মুমিন এ আযাব ভোগ করবে।"[৩১]

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াত থেকে কবরের আযাবের কথা বোঝা যায়। যেমন : আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْءُ الْعَذَابِ- النَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ اَدْخِلُوْا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ-

---

[৩০] বুখারী, *আস-সাহীহ*, অধ্যায় : আল-জানা'য়িয, হা. নং : ৬৬/১২৭৩; মুসলিম, *আস-সাহীহ*, অধ্যায় : আল-জান্নাত .., হা. নং : ১৮/৭৩৯৫ (মাতন : সহীহুল বুখারী)।

[৩১] আবু হানীফা, *আল-ফিকহুল আকবার*, পৃ. ৬৫।

"...আর কঠিন শাস্তি ফিরআউন সম্প্রদায়কে গ্রাস করে নিল। (জাহান্নামের) আগুন, এর সামনে তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় হাজির করা হবে। আর যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে (সেদিন ফেরেশতাদের বলা হবে), ফিরআউনের দলবলকে কঠিন আযাবে নিক্ষেপ করো।"[৩২]

এ আয়াত থেকে এ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, কিয়ামতের পূর্বেও কাফিরদেরকে শাস্তি প্রদান করা হবে এবং আগুনের সামনে তাদেরকে উপস্থিত করা হবে। এ থেকে কবরের আযাবের বিষয়টি স্পষ্ট হয়। তা ছাড়া অসংখ্য সহীহ হাদীসে কবরের আযাবের বিষয়টি স্পষ্টভাবে এসেছে। যেমন উম্মুল মুমিনীন আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (একদিন) রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে কবরের আযাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। তিনি জবাব দেন, نَعَمْ عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ -"হ্যাঁ, কবরের আযাব সত্য।" আয়িশা (রা.) বলেন—

فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلَاةً بَعْدُ إِلَّا تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ -

"এরপর থেকে আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে এমন কোনো সালাত আদায় করতে দেখিনি, যাতে তিনি কবরের আযাব থেকে আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেননি।"[৩৩]

এ হাদীসে কবরের আযাবের সত্যতার কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে উল্লিখিত হয়েছে। সাইয়িদুনা আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন—

...وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا ...فَيُقَالُ لِلْأَرْضِ الْتَئِمِي عَلَيْهِ فَتَلْتَئِمُ عَلَيْهِ فَتَخْتَلِفُ فِيهَا أَضْلَاعُهُ فَلَا يَزَالُ فِيهَا مُعَذَّبًا حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ-

"...যদি সে মুনাফিক হয় (তার জবাবের পর) জমিনকে বলা হবে, তাকে চেপে ধরো। জমিন তখন এমন জোরে তাকে চেপে ধরবে যে, তার এক দিকের পাঁজরের হাঁড় অন্য দিকে চলে যাবে। এরপর সে কবরের মধ্যে নানারূপ আযাব ভোগ করতে থাকবে। এভাবে চলতে চলতে অবশেষে আল্লাহ তাআলা (পুনরুত্থান দিবসে) তাকে তার সেই বিছানা থেকে পুনরুত্থিত করবেন।"[৩৪]

উল্লেখ্য যে, কবরের আযাব দু-ধরনের হয়:

এক. স্থায়ী, যা কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। কাফির ও মুনাফিকরা এ আযাব ভোগ করতে থাকবে। যেমন, ইতঃপূর্বে বর্ণিত কুরআনের আয়াত (৪০:৪৫-৬) ও হাদীস থেকে বোঝা যায়।

দুই. অস্থায়ী। এ আযাব কিছুদিন পর বন্ধ হয়ে যাবে। পাপী মুমিনরা তাদের পাপের মাত্রা অনুসারে এ আযাব ভোগ করতে থাকবে। এরপর আল্লাহ তাআলার একান্ত রহমতে কিংবা তাদের পাপ মোচনকারী কোনো নেককর্মের[৩৫] সুবাদে অথবা পুণ্যবান সন্তান-সন্ততির দুআর বদৌলতে সেই আযাব হ্রাস করা হয় কিংবা স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

---

[৩২] আল-কুরআন, ৪০ (সূরা আল-মু'মিন) : ৪৫-৬।

[৩৩] বুখারী, *আস-সাহীহ*, অধ্যায় : আল-জানা'য়িয, হা. নং : ৮৫/১৩০৬।

[৩৪] তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-জানা'য়িয, হা. নং:৭১/১০৭১; ইমাম তিরমিযী (রাহ.) বলেন, হাদীসটি 'হাসান-গরিব'।

[৩৫] যেমন, সাদাকা জারিয়াহ কিংবা এমন ইলম, যা দ্বারা যুগে যুগে মানুষ উপকৃত হচ্ছে।

পক্ষান্তরে সত্যিকার মুমিনদের জন্য রয়েছে কবরের অফুরন্ত নিয়ামত। জান্নাতের নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা সে তার কবরে থেকেই উপভোগ করে। এ প্রসঙ্গেও বিশুদ্ধসূত্রে বহু হাদীস বর্ণিত রয়েছে। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন—

...فَيُنَادِى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ : اَنْ قَدْ صَدَقَ عَبْدِى فَاَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا اِلَى الْجَنَّةِ وَاَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ ». قَالَ : « فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا ». قَالَ : « وَيُفْتَحُ لَهُ فِيهَا مَدَّ بَصَرِهِ »

"(মুমিন যখন কবরে ফেরেশতাদ্বয়ের প্রশ্নের সঠিক জবাব দেন,) তখন আকাশ থেকে একজন আহ্বানকারী ঘোষণা দেন যে, 'আমার বান্দাহ যথার্থই বলেছে, তাকে জান্নাতের বিছানা দাও, জান্নাতের দিকে তার জন্য একটি দরজা করে উন্মুক্ত করে দাও আর জান্নাতের পোশাক পরিধান করাও। অতঃপর সে জান্নাতের নিয়ামত ও সুগন্ধি পেতে থাকবে এবং দৃষ্টিশক্তির শেষ সীমা পর্যন্ত তার কবরকে প্রশস্ত করে দেওয়া হবে।"[৩৬]

সাইয়িদুনা আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত উপরিউক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন–

...ثُمَّ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا فِي سَبْعِينَ ثُمَّ يُنَوَّرُ لَهُ فِيهِ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ نَمْ فَيَقُولُ اَرْجِعُ اِلَى اَهْلِي فَاُخْبِرُهُمْ فَيَقُولُ نَمْ كَنَوْمَةِ الْعَرُوسِ الَّذِي لَا يُوقِظُهُ اِلَّا اَحَبُّ اَهْلِهِ اِلَيْهِ حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ-

"(মুমিন ব্যক্তির জবাবের পর) তার কবর ৭০ বর্গ হাত প্রশস্ত ও আলোকিত করে দেওয়া হবে। এরপর তাকে বলা হবে, (এখন) তুমি শুয়ে থাকো। সে বলবে, আমি আমার পরিবারের কাছে (আমার) অবস্থা জানানোর জন্য ফিরে যাচ্ছি। ফেরেশতা দুজন বলবেন, (এখানে আসার পর ফিরে যাওয়ার কোনো বিধান নেই। তাই এখানেই) দুলহানের মতো এমন গভীরভাবে শুয়ে থাকো, যাকে তার পরিবারের সর্বাপেক্ষা প্রিয়জন (স্বামী) ব্যতীত অন্য কেউ জাগিয়ে তুলতে পারে না। এভাবে সে আরামের সাথে কবরে অবস্থান করবে। অবশেষে আল্লাহ তাআলা (পুনরুত্থান দিবসে) তাকে তার সেই বিছানা থেকে পুনরুত্থিত করবেন।"[৩৭]

মৃত্যুর পর রূহগুলো কোথায় এবং কীভাবে থাকে?

মৃত্যুর পর আলমে বর্‌যখের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত সাধারণত মুমিনদের রূহের অবস্থানস্থল হলো ঊর্ধ্বজগতের সর্বোচ্চ স্তর 'ইল্লিয়ীন'[৩৮], তবে তাঁদের মর্যাদাগত তারতম্যের ভিত্তিতে তাঁরা সেখানে বিভিন্ন অবস্থায় থাকেন। অনুরূপভাবে কাফির ও পাপিষ্ঠদের রূহগুলোর অবস্থানস্থল জমিনের সর্বনিম্ন

---

[৩৬]আবু দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আসসুন্নাহ, পরিচ্ছেদ : আল-মাস'আলাতু ফিল কাবরি, হা. নং : ২৭/৪৭৫৫; হাদীসটি সাহীহ।

[৩৭]তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-জানা'য়িয, হা. নং:৭১/১০৭১; ইমাম তিরমিযী (রাহ.) বলেন, হাদীসটি 'হাসান-গরিব'।

[৩৮]عليين ('ইল্লিয়ীন) অর্থ সুউচ্চ। এটা 'সিজ্জীন' শব্দের বিপরীত। এটি সপ্তম আসমানে আরশের নিকটবর্তী সুবিস্তৃত স্থান। (আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা. নং : ১৮৫৩৪)
এখানে পুণ্যবান লোকদের আত্মা এবং তাঁদের আমলনামা রাখা হয়। এর নিকটে আল্লাহ তা'আলার একান্ত নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ উপস্থিত হন।

স্তর সিজ্জীন[৩৯]; তবে তাদের অবস্থাগত তারতম্যের ভিত্তিতে তারাও সেখানে বিভিন্ন অবস্থায় থাকে। সাইয়িদুনা আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

أن أرواح الأبرار في عليين وأرواح الفجار في سجين-

"পুণ্যবানদের রূহগুলো ইল্লিয়ীনে এবং পাপিষ্ঠদের রূহগুলো সিজ্জীনে থাকে।"[৪০]

নিম্নে মানুষের মৃত্যুর পর তাদের মর্যাদা ও আমলের তারতম্যের ভিত্তিতে তাদের রূহগুলোর বিভিন্ন অবস্থানস্থল তুলে ধরা হলো[৪১]:

- কিছু রূহ ঊর্ধ্বজগতের সর্বোচ্চ স্তরের উচ্চ মাকামে থাকে। এ স্তরকে 'আ'লা 'ইল্লিয়ীন' (أعلى عليين) বলা হয়। এখানে নবী-রাসূলগণের রূহগুলো থাকে। তাঁরা সেখানে নানা নিয়ামত ভোগ করেন। অনেক বিশিষ্ট আলিমের মতে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রার্থনা: وألحقني بالرَّفيق الأعلى -"আমাকে সুমহান সাথীদের সাথে যুক্ত করুন!"-এর মধ্যে الرفيق الأعلى দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আ'লা 'ইল্লিয়ীনের বসবাসকারী নবীদের জামাআত।[৪২]
- কিছু রূহ জান্নাতে উড়ন্ত সবুজ পাখির উদরে থাকে এবং এ পাখিগুলো সেখানে যখন যেখানে ইচ্ছা ঘুরে বেড়ায়। এগুলো হলো (ঋণের দায় নেই-এরূপ) শহীদদের রূহ। রাসূলুল্লাহ (সা.) শহীদদের রূহ প্রসঙ্গে বলেন—

..أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ ثُمَّ تَأْوِي إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ-

"তাদের রূহগুলো সবুজ পাখির উদরে থাকে। এরা আরশের সাথে ঝুলন্ত কিছু লণ্ঠনের মধ্যে বসবাস করে। এরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা ঘুরে বেড়ায়, অতঃপর ঐ লণ্ঠনগুলোতে ফিরে আশ্রয় নেয়।"[৪৩]

- কিছু রূহ জান্নাতের গাছে ঝুলন্ত পাখির আকৃতিতে থাকে। এগুলো হলো পুণ্যবান মুমিনদের রূহ। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন—

إِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَيْرٌ يَعْلُقُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ حَتَّى يُرْجِعَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ يَبْعَثُهُ-

"মুমিনের আত্মা জান্নাতের বৃক্ষে ঝুলন্ত পাখি। সে এ অবস্থায় থাকবে, যতক্ষণ না আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন পুনরুত্থানের সময় তাকে তার দেহে ফিরিয়ে দেন।"[৪৪]

- কিছু রূহ জান্নাতের দরজায় আটকে থাকে। এগুলো হলো শহীদ ও পুণ্যবান মুমিনদের রূহ, যাদেরকে ঋণ বা অন্য কোনো কারণে জান্নাতের ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয় না।

---

[৩৯] سِجِّينٌ (সিজ্জীন) অর্থ স্থায়ী কয়েদখানা। এটা 'ইল্লিয়ীন' শব্দের বিপরীত। এটি জমিনের সর্বনিম্ন সপ্তম স্তরে একটি স্থান। (বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান*, হা. নং : ৩৯০)
এখানেই কাফিরদের আত্মা এবং তাদের আমলনামা রাখা হয়।

[৪০] ইবনু 'আবদিল বার্, *আত-তামহীদ..*, খ. ১১, পৃ. ৫৯।

[৪১] বিস্তারিতের জন্য দেখুন, ইবনুল কাইয়িম, *আররূহ*, পৃ. ১১১-৬।

[৪২] জাযরী, *আন-নিহায়াতু ফী গরীবিল হাদীস*, খ. ২, পৃ. ৬০২; সুয়ূতী, *আদ-দীবাজ ..*, খ. ৫, পৃ. ৪০৭; মুবারকপুরী, *তুহফাতুল আহওয়াযী*, খ. ৯, পৃ. ৩২৯।

[৪৩] মুসলিম, *আস-সাহীহ*, অধ্যায় : আল-ইমারত, হা. নং : ৩৩/৪৯৯৩।

[৪৪] মালিক, *আল-মুওয়াত্তা*, অধ্যায় : আল-জানা'য়িয, হা. নং : ৮২০; আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা. নং : ১৫৭৯২।

- কিছু রূহ জমিনেই আটকে থাকে। এ রূহগুলো এতই নিকৃষ্ট যে, এগুলো ঊর্ধ্বজগতে আরোহণের উপযোগী নয়। যেমন : কাফির ও মুনাফিকদের রূহ এবং জঘন্য পাপিষ্ঠদের রূহ।
- তন্মধ্যে কিছু রূহ জমিনে কবরে আটকে থাকে। এগুলো হলো গনীমতে আত্মসাৎকারী ও জাতীয় সম্পদ নষ্টকারীদের রূহ।
- কিছু রূহ জমিনের নিম্নস্তরে তন্দুরের মধ্যে থাকে। এগুলো হলো ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীদের রূহ।
- কিছু রূহ জমিনের নিম্নস্তরে রক্তের সাগরে সাঁতার কাটতে থাকে। এগুলো হলো সুদখোরদের রূহ।[৪৫]

উল্লেখ্য যে, রূহগুলো—যেখানেই থাকুক—কবরের সাথে তাদের একটা সংযোগ ও যোগাযোগ থাকে। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, রূহ চোখের দৃষ্টির মতো অত্যন্ত ক্ষিপ্র গতি ও সঞ্চরণের ক্ষমতাসম্পন্ন। মুহূর্তের মধ্যে তা কবর থেকে আকাশ পর্যন্ত বিচরণ করতে পারে। এ কারণে যে কেউ কারও কবরে গিয়ে তাকে সালাম করলে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় সে তা শুনতে পায় এবং জবাব দেয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন—

مَا مِنْ رَجُل يَمُرّ بِقَبْرِ اَخِيهِ كَانَ يَعْرِفهُ فِي الدُّنْيَا فَيُسَلِّم عَلَيْهِ اِلَّا رَدَّ اللّه عَلَيْهِ رُوحه حَتَّى يُرَدّ عَلَيْهِ السَّلَام-

"যখন কোনো মুসলিম ব্যক্তি দুনিয়াতে তার পরিচিত কোনো মৃত ভাইয়ের কবরের পাশ দিয়ে গমন করে এবং তাকে সালাম দেয়, তখন আল্লাহ তাআলা তাকে রূহ ফিরিয়ে দেন এবং সে তার সালামের জবাব দেয়।"[৪৬]

এ হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহ তাআলা যখনই চান মৃত ব্যক্তির কবরের সাথে তার রূহের একটা সংযোগ তৈরি করে দেন এবং তা মুহূর্তের মধ্যেই সম্পন্ন হয়।

কবরের আযাব ও শান্তি কি আত্মিক নাকি দৈহিক?

কবরে মৃত ব্যক্তি যে আযাব কিংবা নিয়ামত ভোগ করে, তা কি আত্মিক নাকি দৈহিক, নাকি আত্মা ও রূহ একই সাথে তা ভোগ করে? এ ব্যাপারে আলিমগণের কয়েকটি মত দেখা যায়।

সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমগণের মতে, কবরে মৃত ব্যক্তিকে রাখার পর তার দেহে রূহ ফিরিয়ে দেওয়া হয়[৪৭] এবং কবরের আযাব ও নিয়ামত আত্মা ও রূহ যুগপৎভাবে ভোগ করে। অর্থাৎ তা কেবল

---

[৪৫] তুওয়াইজারী, *মুখতাসারুল ফিকহিল ইসলামী*, পৃ. ৮৭।

[৪৬] ইবনুল কাইয়িম, *আররূহ*, পৃ. ৫; এ হাদীসটি ইবনু 'আবদিল বার্ (রাহ.) তাঁর '*আল-ইস্তিযকার*'-এর মধ্যে ইবনু আব্বাস (রা.)-এর সূত্রে উল্লেখ করেছেন। (*আল-ইস্তিযকার*, খ. ১, পৃ. ১৮৫) কেউ কেউ এ হাদীসকে 'সহীহ' বলে উল্লেখ করেছেন। সাইয়িদুনা আবু হুরাইরা (রা.) থেকেও এরূপ একটি হাদীস বর্ণিত রয়েছে। ইবনুল জাওযী (রাহ.) এ হাদীস সহীহ নয় বলে মন্তব্য করেছেন। (ইবনুল জাওযী, *আল-'ইলালুল মুতানাহিয়াহ*, হা. নং : ১৫২৩) শায়খ আলবানী (রাহ.) দুটি সূত্রকেই দুর্বল বলে মন্তব্য করেছেন। (আলবানী, *সিলসিলাতুল আহাদীছিদ দা'ঈফাহ*, খ. ৯, পৃ. ৪৭১-৫, হা. নং : ৪৪৯৩)

[৪৭] হাদীসে এসেছে, فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ.. "অতঃপর তার রূহ তার দেহে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।" (আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা. নং : ১৮৫৩৪) ইমাম আবু হানীফা (রাহ.) বলেন—

আত্মিকও নয় এবং কেবল শারীরিকও নয়; বরং একই সাথে তা আত্মিক ও শারীরিক। অর্থাৎ শরীর ও আত্মা দুটিই যুগপৎভাবে তা ভোগ করে।

আমরা মনে করি যে, এ মতটিই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। তদুপরি কবরের সওয়াল-জওয়াব ও আযাব (যেমন—মাটির চাপ ও লোহার মুগুর দ্বারা প্রহার প্রভৃতি)-সংক্রান্ত উপরিউক্ত বিভিন্ন হাদীস থেকেও এ কথা বোঝা যায় যে, আযাব ও নিয়ামত ভোগের ক্ষেত্রে রূহের সাথে দেহও শরীক রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, রূহ হলো একটি অশরীরী ও বিমূর্ত বস্তু। এর নিজস্ব নির্দিষ্ট কোনো অবয়ব বা রূপ নেই; তবে তা আল্লাহর ইচ্ছায় যেকোনো অবয়ব বা রূপ ধারণ করতে সক্ষম। যেমন : 'পাওয়ার' একটি অশরীরী বস্তু, যা দেখা যায় না; কেবল উপলব্ধি করা যায়। এর নিজস্ব কোনো অবয়ব বা রূপ নেই; তবে একে তার উপযোগী যেকোনো অবয়ব পরানো যায়। সুতরাং রূহ ততক্ষণ পর্যন্ত না কোনো আযাব ভোগ করতে পারে, না নিয়ামত ভোগ করতে পারে, যতক্ষণ না তাকে যেকোনো একটি শরীরী রূপ দেওয়া হয়।

এ কথাও বর্তমানে প্রমাণিত সত্য যে, আযাব বা নিয়ামত ভোগ করার জন্য শরীরের পুরো কাঠামো বিদ্যমান থাকার প্রয়োজন নেই; শরীরের যেকোনো একটি অংশও—যদি তাতে প্রাণসঞ্চার করা হয়—আযাব বা নিয়ামত ভোগ করার জন্য যথেষ্ট। আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের সূত্রানুসারে একটি বস্তুর যা গুণাগুণ থাকে, তার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশের মধ্যেও সেসব গুণাগুণ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান থাকে। কাজেই আল্লাহ তাআলা চাইলে শরীরের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশের মধ্যেও প্রাণসঞ্চার করে নিরন্তর আযাব বা নিয়ামত দিতে পারেন। আবার তিনি চাইলে আত্মাকে আলমে বর্‌যখের উপযোগী একটি আকৃতি দান করে আযাব বা নিয়ামত দিতে পারেন। যেমন—কবরের মধ্যে যে আযাব বা নিয়ামত দেওয়া হয় তা মানবদেহের যেকোনো একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশের ওপর হতে পারে, যা পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে।

অনুরূপভাবে যে রূহ ইল্লিয়ীনে বা সিজ্জীনে চলে যায়, সেখানে রূহগুলোকে ঐ জগতের উপযোগী একটি আকৃতি দেওয়া হয় (যেমন : জান্নাতে মুমিনদের রূহগুলোকে পাখির আকৃতি দেওয়া হয়) এবং সেগুলো সেখানে নিয়ামত বা আযাব ভোগ করে। মোটকথা, আযাব হোক বা নিয়ামত দুটিই আত্মা ও রূহ যুগপৎভাবে ভোগ করে। এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ (রাহ.) বলেন—

بَلْ الْعَذَابُ وَالنَّعِيمُ عَلَى النَّفْسِ وَالْبَدَنِ جَمِيعًا بِاتِّفَاقِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ تَنْعَمُ النَّفْسُ وَتُعَذَّبُ مُنْفَرِدَةً عَنْ الْبَدَنِ وَتُعَذَّبُ مُتَّصِلَةً بِالْبَدَنِ وَالْبَدَنُ مُتَّصِلٌ بِهَا فَيَكُونُ النَّعِيمُ وَالْعَذَابُ عَلَيْهِمَا فِي هَذِهِ الْحَالِ مُجْتَمِعِينَ كَمَا يَكُونُ لِلرُّوحِ مُنْفَرِدَةً عَنْ الْبَدَنِ-

"...বরং আযাব ও নিয়ামত দুটি একই সাথে আত্মা ও দেহের ওপর হয়ে থাকে। এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সকলেই একমত। কখনো আত্মা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় নিয়ামত ভোগ করে থাকে এবং শাস্তিও ভোগ করে থাকে, আবার কখনো আত্মা দেহের সাথে মিলে শাস্তি ভোগ করে থাকে। এ অবস্থায় দেহ আত্মার সাথে মিলিত থাকে।

.. وإعادة الروح إلى الجسد في قبره حق.

".. কবরের মধ্যে বান্দাহর রূহকে তার দেহে ফিরিয়ে দেওয়াও সত্য।" (আবু হানীফা, *আল-ফিকহুল আকবার*, পৃ. ৬৫)

কাজেই কবরে নিয়ামত ও আযাব দুটি একই সাথে আত্মা ও দেহের ওপর হয়ে থাকে যেমন দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রূহ পৃথকভাবেও আযাব ও নিয়ামত ভোগ করতে পারে।"[৪৮]

তাঁর এ কথা থেকে বোঝা যায় যে, কবরে আযাব ও নিয়ামত দুটি একই সাথে আত্মা ও দেহের ওপর হয়ে থাকে। তিনি এ কথার ওপর আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ঐকমত্যের দাবি করেছেন। তাঁর উপরিউক্ত কথা থেকে আরও বোঝা যায় যে, তিনি মনে করেন যে, দেহ থেকে আত্মা বিচ্ছিন্নভাবেও আযাব বা নিয়ামত ভোগ করতে পারেন। আমরা মনে করি যে, 'দেহ থেকে আত্মা বিচ্ছিন্নভাবেও আযাব বা নিয়ামত ভোগ করতে পারে'—তাঁর এ কথার উদ্দেশ্য যদি এই হয় যে, আত্মা তার জাগতিক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আযাব বা নিয়ামত ভোগ করতে পারে, তাহলে তাঁর কথা যথার্থ; কিন্তু তাঁর কথার উদ্দেশ্য যদি এই হয় যে, কোনোরূপ দেহ বা অবয়ব ছাড়াই আত্মা স্বতন্ত্রভাবে আযাব বা ভোগ করতে পারে, তাহলে তাঁর কথা মেনে নেওয়া কঠিন।

কারণ, উপরিউক্ত হাদীসসমূহ থেকে এ কথা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, মুমিনদের রূহগুলোকে জান্নাতে একটি উপযোগী আকৃতি দেওয়া হয় এবং সেই আকৃতি নিয়ে রূহগুলো আল্লাহ তাআলার নিয়ামত ভোগ করে।

একদল আলিমের মতে, কবরে মৃত ব্যক্তি যে আযাব বা নিয়ামত ভোগ করে তা একান্তই আত্মিক। তাঁরা মনে করেন যে, কবরে দেহের জন্য কোনো আযাবও নেই, নিয়ামতও নেই। আযাব ও নিয়ামত দুটিই আত্মা ভোগ করে থাকে। ইবনু মায়সারাহ ও ইবনু হাযম (রাহ.) প্রমুখ এ মত পোষণ করে থাকেন। এ মতটি যথার্থ নয়। কারণ, প্রথমত এ কথা হাদীসের পরিপন্থি। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, কবরে মৃত ব্যক্তির দেহে তার রূহ ফিরিয়ে দেওয়া হয়, তাকে সওয়াল-জওয়াব করা হয় এবং এখানে তার সাফল্য ও ব্যর্থতার ওপর ভিত্তি করে তাকে নিয়ামত বা আযাব দান করা হয়। দ্বিতীয়ত, আত্মা একটি অশরীরী ও বিমূর্ত বিষয়। এটি কোনোরূপ দেহ বা অবয়ব ব্যতীত না কোনো কষ্ট ভোগ করতে পারে, না কোনো আরাম ভোগ করতে পারে।

অপর একদল আলিমের মতে, কবরে মৃত ব্যক্তি যে আযাব বা নিয়ামত ভোগ করে তা দৈহিক। তাদের মত যেন প্রায় এরূপই যে, দেহ ব্যতীত আত্মার কোনো অস্তিত্ব নেই অর্থাৎ রূহ দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ঠিকে থাকতে পারে না। তারা এ কথা মোটেই স্বীকার করতে চান না যে, রূহ দেহ থেকে বের হবার পরও কোনোরূপ আনন্দ বা যাতনা ভোগের স্থানে অবশিষ্ট থাকে। মুতাযিলা ও আশআরীগণের মধ্যে কেউ কেউ এরূপ মত পোষণ করেন। তাঁদের এ মতটিও যথার্থ নয়। কারণ, কুরআন ও হাদীস থেকে এ কথা সুপ্রমাণিত যে, রূহের পৃথক অস্তিত্ব রয়েছে, যদিও তা সাধারণত দৃশ্যমান নয় এবং তা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরও কোনোরূপ আনন্দ বা যাতনা ভোগের স্থানে অবশিষ্ট থাকে।[৪৯] যেমন : হাদীসে রূহ কবয প্রসঙ্গে এসেছে, মুমিনদের রূহ কবয করে উপরে আসমানের দিকে উঠিয়ে নেওয়া হয়, এ রূহগুলোর জন্য আসমানের দরজা উন্মুক্ত করা হয় এবং প্রত্যেক আসমানে ফেরেশতাগণ একে অভিবাদন জানান।[৫০] এক্ষেত্রে রূহের একটি

---

[৪৮] ইবনু তাইমিয়াহ, *মাজমূ'উল ফাতাওয়া*, খ. ৪, পৃ. ২৮২।

[৪৯] ইবনু তাইমিয়াহ, *মাজমূ'উল ফাতাওয়া*, খ. ৪, পৃ. ২৮৩।

[৫০] রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন—

...فَتَخْرُجُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنْ فِي السِّقَاءِ فَيَأْخُذُهَا فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَأْخُذُوهَا فَيَجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَنِ وَفِي ذَلِكَ الْحَنُوطِ وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ نَفْحَةِ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ قَالَ فَيَصْعَدُونَ بِهَا فَلَا يَمُرُّونَ يَعْنِي

উদাহরণ হলো ‘পাওয়ার’। এটিও দৃশ্যমান বিষয় নয়; কিন্তু একে যখন কোনো অবয়ব পরানো হয়, তখন এর অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায়; পক্ষান্তরে যখন একে কোনো অবয়ব পরানো হয় না, তখনও এর অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে, এর সক্ষমতা বহাল থাকে, যদিও তা প্রকাশ্যে উপলব্ধি করা যায় না।

بِهَا عَلَى مَلَإٍ مِنْ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا مَا هَذَا الرُّوحُ الطَّيِّبُ فَيَقُولُونَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانُوا يُسَمُّونَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا حَتَّى يَنْتَهُوا بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَسْتَفْتِحُونَ لَهُ فَيُفْتَحُ لَهُمْ فَيُشَيِّعُهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرَّبُوهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيهَا حَتَّى يُنْتَهَى بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اكْتُبُوا كِتَابَ عَبْدِي فِي عِلِّيِّينَ وَأَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى قَالَ فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ..

“...ফলে আত্মাটি এমনভাবে প্রবাহিত হয়ে বেরিয়ে আসে যেমনিভাবে পানপাত্রের মুখ থেকে পানির ফোঁটা গড়িয়ে পড়ে। অতঃপর ফেরেশতারা আত্মাকে তাদের কাছে নিয়ে যায়। চোখের পলকের মধ্যেই তা কাফনের কাপড়ে ও জান্নাতী সুগন্ধিতে ভরে আসমানে নিয়ে যায়। তা থেকে তখন পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তম মিসকের চেয়েও অধিক সুগন্ধ বের হতে থাকে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর ফেরেশতারা সেটি নিয়ে আসমানে উঠতে থাকেন। তারা যখনই আত্মাটি নিয়ে ঊর্ধ্ব আসমানে উঠতে থাকেন তখন সেখানকার ফেরেশতারা জিজ্ঞেস করেন, এ পবিত্র আত্মা কার? তখন তারা বলেন, অমুকের ছেলে অমুক, দুনিয়াতে তারা পরস্পর যেসব সুন্দর নামে ডাকত, সেসব সুন্দর নাম তাদেরকে বলবেন। ফেরেশতারা যখন দুনিয়ার আসমানের শেষপ্রান্তে পৌঁছবে তখন তারা তার জন্য আসমানের দরজা খুলতে বলবেন। তখন তাদের জন্য আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হবে। প্রত্যেক আসমানের লোকেরা তাদের পরবর্তী আসমান পর্যন্ত পৌঁছে দিতে তাদেরকে বিদায় জানাতে তাদের পেছনে পেছনে চলবে। এভাবে সপ্তম আসমানে পৌঁছবে। মহান আল্লাহ তা‘আলা তখন বলেন, “আমার বান্দাহর আমলনামা ইল্লিয়ীনে লিপিবদ্ধ করো এবং তাকে জমিনে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। কেননা, আমি তা থেকে তাদেরকে সৃষ্টি করেছি, জমিনে তাদেরকে ফিরিয়ে নেব এবং জমিন থেকেই তাদেরকে পুনরুত্থিত করব।” বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তার রূহ তার শরীরে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।...” (আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা. নং : ১৮৫৩৪)